৫৭

তারিখ 17 AUG 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

আজকের কাগজ

নাইক্ষ্যংছড়ির প্রাথমিক শিক্ষার বেহাল অবস্থা

২১টি বিদ্যালয় দু'বছর যাবত বন্ধ

সাদেক হোসেন চৌধুরী ঃ বান্দরবান পার্বত্য জেলার নাইক্ষং ছড়ি থানায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে পাঠদানের অভাবে ২১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেছে। জানা গেছে, ৫টি বেসরকারিসহ সর্বমোট ২১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দীর্ঘ প্রায় ২ বছর ধরে কোনো ক্লাস হচ্ছে না। বন্ধ হয়ে যাওয়া বিদ্যালয়গুলো হচ্ছে নাইক্ষংছড়ি ইউনিয়নের জারুলিয়া ছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণ চাকঢালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মারুইঙ্গাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নক্সকাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ভাল্লুক খাইয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাইশারী ইউনিয়নের আল্লীক্ষ্যং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মিরঝিরি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঘুনধুম ইউনিয়নের রেজু হেডম্যান পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাইশপারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পাইনছড়ি হেডম্যান পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাহিরমাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, লেমুছড়ি

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কোলাচি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, তুলাতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কুরিক্ষ্যং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। আর বেসরকারি ৫টি বিদ্যালয় হচ্ছে– নাইক্ষংছড়ি ইউনিয়নের ফুলতলী

রেজিস্ট্রার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঘুনধুম ইউনিয়নের বৈদ্যরছড়া রেজিস্ট্রার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দোছড়ী ইউনিয়নের বাকখালী রেজিস্ট্রার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ছাগলখাইয়া কমিউনিটি বিদ্যালয় এবং বাকখালী ছাগলখাইয়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এলাকাবাসীর লিখিত অভিযোগে জানা গেছে, ভারপ্রাপ্ত থানা শিক্ষা কর্মকর্তার বদৌলতে ঐসব বিদ্যালয়ে নিয়োজিত শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে কোনো সময় না গিয়েও নিয়মিত বেতন/ভাতা গ্রহণ করছেন। বাইশারী ও দোছড়ী ইউনিয়নের বিদ্যালয়গুলোর ছাত্রছাত্রীদের জন্যে বরাদ্দকৃত গম উত্তোলন করে ভারপ্রাপ্ত থানা শিক্ষা কর্মকর্তা বিলি না করেই কালো বাজারে বিক্রি করে দিচ্ছেন। এলাকাবাসীর অভিযোগে আরো জানা গেছে পাঠ দান বন্ধ থাকা বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকরা মাসিক ৩শ' টাকা হারে উৎকোচ নিয়েই কাগজ পত্র সব ঠিক করে রাখেন। ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবক মহল এব্যাপারে কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করার পরও কোনো তদন্ত হয়নি।